তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩২/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মনজুরুল হাসান কাজল
পিতা-মরহুম এম এ কুদ্দুছ ফকির
প্রযত্নে-ডাঃ নয়ন, পটেনশিয়াল
ড্রাগ হাউস , ১/এইচ, ৫/৯
গুদারাঘাট ঢাল,কাজীফুরি
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষ ঃ জাহানারা পারভীন
সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ৩০-০৪-২০১৪ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মনজুরুল হাসান কাজল ১২-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জাহানারা পারভীন বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুউঅ/প্র-৩০/২০১২-১৪৫ নং স্মারকে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত পুণঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত নিয়োগ কমিটি/বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির পূর্ণাঙ্গ নাম, পদবী ও অফিসিয়াল ফোন/মোবাইল নম্বরসহ তালিকা।**

২. **অত্র অফিসের ওয়েবসাইটে ০১-১২-২০১৩ তারিখে ৩৪.০১.০০০০.০০৫.১১.০২০. ১৩-১৫৯৩ নং স্মারকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অত্র অধিদপ্তরের অধিনে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগকৃতদের নিয়োগে সাবেক সংস্থাপন ও বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(বিধি-১)এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০), তারিখ-১৭-০৩-১৯৯৭-এ জারীকৃত কোটানীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? উত্তর "না" হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারীকৃত/নির্ধারিত যে কোটানীতি অনুসরণ করে ০১-১২-২০১৩ তারিখে অত্র অধিদপ্তরের অধিনে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে সে পত্র/পরিপত্র/আদেশ এর সত্যায়িত ফটোকপি।**

৩. **০১-১২-২০১৩ তারিখের নিয়োগ আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন পদে নিয়োগকৃতদের মধ্যে কে কোন কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন তার (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারীকৃত/নির্ধারিত কোটানীতি অনুযায়ী প্রতিটি পদের বিপরীতে কোটায় নিয়োগপ্রাপ্তদের শতকরা হিসাবসহ) তালিকা।**

৪. **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুউঅ/প্র-৩০/২০১২-১৪৫ নং স্মারকে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যেসকল পদে এখনো প্রকাশিত সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা হয়নি (যেমনঃ .....১৫৯৩ নং স্মারকে ০১-১২-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নামের তালিকায় দেখা যায় যে, এম এল এস এস পদে ১০ জন এর স্থলে ০৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ ০১ টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়নি) সে সকল পদের জন্য কোন অপেক্ষমান প্রার্থীদের তালিকা করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে সেই তালিকার সত্যায়িত ফটোকপি।**

৫. **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুউঅ/প্র-৩০/২০১২-১৪৫ নং স্মারকে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের রোল নম্বর-১৬৪৯, পদবী-এম এল এস এস (যথানিয়মে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন) একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তিনি যে কারণে উক্ত পদে মনোনিত হননি তার কারণ লিখিত আকারে পেতে চাই।**

(অ: পৃ: দ্র:)

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব নূর মোহাম্মদ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০২-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ১০-০৪-২০১৪ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ৩০-০৪-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মনজুরুল হাসান কাজল ও প্রতিপক্ষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জাহানারা পারভীন হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৫। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আপীল আবেদন করার পর অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি ২৪-০৪-২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু কোন তথ্য মূল্য গ্রহণ করা হয়নি। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত না হলে অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য মূল্য প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা।

অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উভয়ের বক্তব্য শ্রবনান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। কিন্তু অভিযোগকারী কর্তৃক প্রার্থীত তথ্য পাওয়া যায়নি বলে অনুযোগ করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১০-০৫-২০১৪ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	**(মোহাম্মদ আবু তাহের)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]